# প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান।

## ভাষণ

## শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পিজিআর সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস।

বুধবার

২১ আষাঢ় ১৪৩০

০৫ জুলাই ২০২৩

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সকল সদস্য,

উপস্থিত সুধিমণ্ডলী।

**আসসালামু আলাইকুম।**

'প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট'- এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনদের সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত আমার মা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই- মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লে. শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেল, দুই ভ্রাতৃবধূ এবং আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের-সহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

শেখ কামাল 'বাংলাদেশ প্রথম যুদ্ধ প্রশিক্ষণ কোর্স'-এ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রধান সেনাপতির এডিসি'র দায়িত্ব পালন করেছিল। আর শেখ জামাল ছিল সম্মুখযোদ্ধা। পরবর্তীকালে সে ১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল মিলিটারি একাডেমি, স্যান্ডহার্স্ট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেছিল। রাসেলের ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। কিন্তু, ঘাতকেরা সবার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে।

**সুধিবৃন্দ,**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৫ই জুলাই প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। কালের আবর্তে 'প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট' আজ একটি সুসংহত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রাচার অনুষ্ঠানে আপনাদের ভূমিকা আজ সর্বজন প্রশংসিত। কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, বিশ্বস্ত, সর্বোপরি একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমগ্র জাতির কাছে আপনারা সমাদৃত। বিশেষ করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আপনারা আদর্শ নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রাচার পালনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পিজিআরকে উচ্চাগ্রাধিকার দিয়ে নিয়মিত অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সৈনিক প্রেরণ করার জন্য আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই।

**সুধী,**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি পেশাদার, প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১১ই জানুয়ারি কুমিল্লা সেনানিবাসে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি গড়ে তোলেন। তিনি কম্বাইন্ড আর্মস স্কুল এবং সেনাবাহিনীর প্রতিটি কোরের জন্য স্বতন্ত্র ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করেন।

জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে সে সময়ের অত্যাধুনিক সুপারসনিক মিগ-২১ যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান, এয়ার ডিফেন্স রাডার ইত্যাদি বিমান বাহিনীতে যুক্ত করেন। তিনি ১৯৭৪ সালেই একটি প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। দুর্ভাগ্য, জাতির পিতাকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে '৭১-এর পরাজিত শক্তির এদেশীয় দোসররা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে বাঁধাগ্রস্ত করে।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করি। নতুন প্রজন্মের নিকট মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরি। সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করি। ১৯৯৮ সালে 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ' এবং 'মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি', ১৯৯৯ সালে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং' এবং 'আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করি। আমরাই সর্বপ্রথম ২০০০ সালে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে নারী অফিসার নিয়োগ করি।

**প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,**

২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুগোপযোগী সামরিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছি। আমরা 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করছি। ২০১৬ সালে 'বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতির পিতা প্রণীত প্রতিরক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করে 'জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি, ২০১৮' প্রণয়ন করেছি। অ্যারোস্পেস ও এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা সিএমএইচগুলোকে অত্যাধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করেছি।

আমরা সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো পূর্ণবিন্যাস করছি। সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন, রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন এবং বরিশালে ৭ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করেছি।

এছাড়াও, বিগত ৪ বছরে আমরা বিভিন্ন ফরমেশনের অধীনে ৩টি ব্রিগেড এবং ছোট-বড় ৫৮টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছি। একই সঙ্গে ২৭টি ছোট-বড় ইউনিটকে এডহক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ৯টি সংস্থাকে পুনর্গঠন করেছি। গত বছর মাওয়া-জাজিরা-তে শেখ রাসেল সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেছি। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাসের উদ্বোধন করেছি। রাজবাড়ী ও ত্রিশালে নতুন দু'টি সেনানিবাস স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে আর্মি এভিয়েশনের ফরোয়ার্ড বেস এবং লালমনিরহাটে এভিয়েশন স্কুল নির্মাণের কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আধুনিকায়নের ধারায় সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বিভিন্ন সমরাস্ত্র যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক ও স্মার্ট বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

**প্রিয় গার্ডসবৃন্দ,**

আওয়ামী লীগ সরকার সর্বপ্রথম ১৯৯৮ সালে গার্ডস সদস্যদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে গার্ডস ভাতা প্রচলন করে। আপনাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও সহায়ক ও কার্যকর করতে ইতোমধ্যে সেনানিবাসে একটি ইনডোর পিস্তল ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপিত হয়েছে। রেজিমেন্টের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৩ সালে আমি এর জনবল বৃদ্ধিসহ একটি স্বতন্ত্র রেজিমেন্টে রূপান্তরিত করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় এই রেজিমেন্টে আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (এপিসি) যুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা একটি ১৪-তলা ভবন নির্মাণ করে দিয়েছি। ভবিষ্যতেও গার্ডসদের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। গণভবনে সৈনিক আবাস ও আনুসঙ্গিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে এ বছর আমি পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে ৫.৫ একর জমি পিজিআর-এর জন্য বরাদ্দ করেছি।

**প্রিয় সুধিমণ্ডলী,**

গত সাড়ে ১৪ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার হয়েছে। আমরা দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ হতে কমে ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। **'স্মার্ট বাংলাদেশ'** বিনির্মাণের দিকে ধাবিত হচ্ছি। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আমাদের নিজেদের অর্থে বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। ফলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের সক্ষমতা ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও উন্নত করেছি। আমাদের সরকার কর্তৃক একদিনে ১০০ সেতু ও একদিনে ১০০ সড়ক উদ্বোধন বিশ্বে বিরল উদাহরণ। আমরা দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীনকে বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছি। আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি।

**প্রিয় গার্ডসবৃন্দ,**

'নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাই গার্ডস এর লক্ষ্য' এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে অদ্যাবধি এই রেজিমেন্টের সদস্যগণ সাহস, আন্তরিকতা, পেশাগত দক্ষতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের শপথে বলীয়ান হয়ে সর্বদা দায়িত্ব পালন করে আসছে। কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত অনুশীলনের মাধ্যমেই এই রেজিমেন্ট আগামীতে আরও সমৃদ্ধ হবে।

আমাদের সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত আছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ইতোমধ্যেই আমরা প্রমাণ করেছি। আমি আশা করব ভবিষ্যতেও আপনারা চেইন অব কমান্ড মেনে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন। আপনারা যুগপোযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন, ব্যক্তি শৃংখলা বজায় রাখবেন, আত্ম উন্নয়নে মনোযোগী হবেন, নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রতি যত্নশীল হবেন এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনী তথা সমগ্র জাতির উন্নয়নে অংশীদার হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আজ পিজিআর-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি স্মরণ করছি, আপনাদের পূর্বসুরীদের, যাঁরা কর্তব্য পালনকালে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে এ রেজিমেন্টের ইতিহাসকে গৌরবোজ্জ্বল করেছেন। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আপনাদের একাগ্রতা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব যেন চিরদিন বজায় থাকে।

পরিশেষে, আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের সকল সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, মঙ্গল ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

***